পাঁচ মিনিটের পড়া

সাপ্তাহিক ই-বুলেটিন

রবিবার, এপ্রিল ১৪, ২০২৩

আল্লাহর অনুগ্রহ

প্রকাশনায়ঃ প্রবাস-ই-প্রকাশনী, কানাডা

আল্লাহর অনুগ্রহ

مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكْ ۙ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ

وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

আল্লাহ যে রহমতের দরজা মানুষের জন্য খুলে দেন তা রুদ্ধ করার কেউ নেই এবং যা তিনি রুদ্ধ করে দেন তা আল্লাহর পরে আর কেউ খোলার নেই। তিনি পরাক্রমশালী ও জ্ঞানী।

সূরা ফাতির/ আয়াত ২

মুশরিকরা যে মনে করে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেউ তাদের রিযিকদাতা, কেউ সন্তানদাতা এবং কেউ রোগ নিরাময়কারী, তাদের এ ভুল ধারণা দূর করা এই আয়াতটির উদ্দেশ্য। শিরকের এ সমস্ত ধারণা একেবারেই ভিত্তিহীন এবং নির্ভেজাল সত্য শুধুমাত্র এতটুকু যে, বান্দাদের কাছে যে ধরনের রহমতই আসে নিছক মহান ও মহিমান্বিত আল্লাহর অনুগ্রহেই আসে। অন্য কারো এ রহমত দান করার ক্ষমতাও নেই এবং একে রোধ করার শক্তিও কারো নেই।

এ বিষয়টি কুরআন মজীদ ও হাদীসের বহু স্থানে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন,

> "এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে রিযিক দান করবে, যদি তিনি তাঁর রিযিক বন্ধ করে দেন? বরং তারা অবাধ্যতা ও সত্য বিমুখতায় অবিচল রয়েছে।" *সূরা আল- মুলক, ২১*

এভাবে মানুষ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘুরে বেড়াবার এবং সবার কাছে হাত পাতার গ্লানি থেকে রেহাই পাবে। এই সঙ্গে সে এ বিষয়টিও ভালোভাবে বুঝে নেবে যে, তার ভাগ্য ভাংগা গড়া এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইখতিয়ারে নেই।

আল্লাহ্ পরাক্রমশালী অর্থাৎ সবার ওপর প্রাধান্য বিস্তারকারী ও পূর্ণ সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী। তাঁর সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করার পথে কেউ বাঁধা দিতে পারে না। আবার এই সঙ্গে তিনি জ্ঞানীও। যে ফায়সালাই তিনি করেন পুরোপুরি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতেই করেন। কাউকে দিলে সেটিই জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দাবী বলেই দেন এবং কাউকে না দিলে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দাবী বলেই দেন না।

নবী (সাঃ) বলতেন,

> (اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ) অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি যা দান কর, তা রোধ করার এবং যা রোধ কর, তা দান করার সাধ্য কারো নেই। বুখারী, মুসলিম

এক হাদীসে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে বলেন,

> "হে বৎস! জেনে রাখ, যদি দুনিয়ার সমস্ত জাতি তোমার কোন উপকার করতে চায় তবে সে আল্লাহ যা নির্ধারিত করে রেখেছেন এর বাইরে তোমার কোন উপকার করতে পারবে না, পক্ষান্তরে যদি দুনিয়ার সমস্ত জাতি তোমার ক্ষতি করতে চায় তবে ততটুকু ক্ষতি করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার উপর লিখে রেখেছেন।" *তিরমিযী;২৫১৬*

যখন এই দিকটি একজন ব্যক্তির হৃদয় ও মনের মধ্যে প্রবেশ করানো হয়, তখন তার ধারণা, অনুভূতি, মূল্যবোধ, মান এবং সাধারণভাবে জীবনের সকল ক্ষেতে সম্পূর্ণ ঘটে। এটি স্বর্গ ও পৃথিবীর উপর অন্য কোন শক্তির কোন নিয়ন্ত্রণ থাকার চিন্তাকে বাতিল করে এবং তাকে আল্লাহ্‌র নিজস্ব ক্ষমতার সাথে যোগাযোগ করে। এটি তাকে অন্য কারো কাছ থেকে অনুগ্রহ পাওয়ার চিন্তা ত্যাগ করে এবং সমস্ত কিছুকে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের সাথে সংযুক্ত করে। এটি তার সামনে মহাবিশ্বের প্রতিটি দরজা এবং পথ বন্ধ করে দেয় তবে তার জন্য দরজা এবং আল্লাহ্‌র দিকে নিয়ে যাওয়ার পথ খুলে দেয়।

আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অসংখ্য দিক থেকে প্রতিফলিত হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে মানুষ এগুলি রেকর্ড করতেও শুরু করতে পারে না। তারা তার মধ্যে এবং যেভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে; তাকে যে সম্মান দেওয়া হয়; আশীর্বাদ যা তার চারপাশে চারপাশে এবং তার উপর থেকে এবং তার নীচে থেকে। এটি তার উপর বর্ষিত অনুগ্রহের মধ্যেও পাওয়া যায়।

আল্লাহ্ যখন তাঁর রহমতের দরজা কারো জন্য খুলে দেন, তখন সে ব্যক্তি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, অবস্থায় এবং স্থানে এটি খুঁজে পায়। এমনকি তিনি এটিকে নিজের মধ্যেও খুঁজে পান, খুঁজে পায় তাঁর অনুভূতিতে, তার চারপাশে, যেখানেই এবং যেভাবেই হোক না কেন।

বিপরীতভাবে, আল্লাহ্ যদি কারও কাছ থেকে তাঁর অনুগ্রহকে দূরে রাখেন, তবে সেই ব্যক্তি প্রতিটি জিনিস, পরিস্থিতি, স্থান এবং অবস্থার মধ্যে এটিকে মিস করে, যদিও তার কাছে তার পর্যাপ্ত সম্পদ থাকে এবং তিনি প্রচুর সুখের যুক্ত থাকেন।

একজন ব্যক্তির যা কিছু অনুগ্রহ মঞ্জুর করা হোক না কেন তা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে আটকে রাখার সাথে যুক্ত হলে তা একটি কষ্টে পরিণত হয়; এবং তিনি যে কষ্ট বা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যান তা তাঁর অনুগ্রহের সাথে মিলিত হলে তা অনুগ্রহ হয়ে ওঠে। একজন মানুষ কাঁটাযুক্ত বিছানায় শুয়ে থাকতে পারে, কিন্তু, আল্লাহ্‌র কৃপায়, তিনি এটিকে খুব আরামদায়ক মনে করেন; যখন সিল্কের গদি এবং কুশনগুলি শক্ত পেরেকের মতো মনে হয় যদি সেই অনুগ্রহ তাকে অস্বীকার করা হয়। ঐশ্বরিক কৃপায় সবচেয়ে কঠিন সমস্যা সহজ হয়ে যায় এবং বিপদ নিরাপত্তায় পরিণত হয়, কিন্তু তা ছাড়া যা সাধারণত সহজ হয় তা অদ্রবণীয় হয়ে ওঠে এবং নিরাপদ সড়ক ও পথ ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

যদি আপনাকে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ দেওয়া হয়, আপনি নির্জন কারাবাসে, অত্যাচার সহ্য করে বা বিপদের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও আপনি দুঃখিত বোধ করবেন না; যদিও আপনি সবচেয়ে বিলাসবহুল এবং জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে থাকা সত্ত্বেও যদি তা আটকে রাখা হয় তবে দুঃখ আপনার অনেকটাই হবে। এটা গভীর থেকে যে সুখ, তৃপ্তি এবং আশ্বাস আল্লাহ্‌র কৃপায় প্রবাহিত হয়, এবং যখন তা অস্বীকার করা হয় তখন আপনি দুঃখ, উদ্বেগ এবং দুঃখ অনুভব করেন।

সুত্রঃ

In The Shade of The Quran" - Sayyid Qutb / Tafheemul Quran/Tafsir Abu Bakr Zakaria

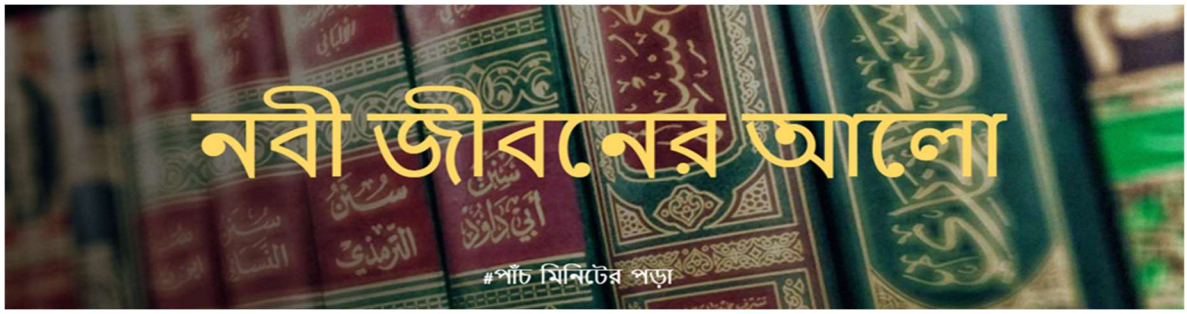

ঈমানের বিশটি বৈশিষ্ট

আজদ সুওয়াইদ ইবনে আল-হারিস গোত্রের একটি প্রতিনিধি দলের একজন সদস্য বর্ণনা করেছেন: আমি তাদের একজন ছিলাম যাদেরকে আমাদের গোত্রের প্রতিনিধি হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পাঠানো হয়েছিল। আমরা যখন মসজিদে প্রবেশ করলাম এবং তার সাথে কথা বললাম, তিনি আমাদেরকে দেখে খুশি হলেন। তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন আমরা কে? আমরা বললামঃ আমরা মুমিন।

নবী মুচকি হেসে বললেন: "প্রত্যেক বক্তব্যের একটি বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। তোমার বক্তব্য এবং তোমার বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য কী?" আমাদের উত্তর ছিল: "**পনেরটি বৈশিষ্ট্য, যার মধ্যে পাঁচটি আমাদেরকে আপনার প্রতিনিধি দ্বারা বিশ্বাস করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল, এবং পাঁচটি আমল (কাজ) বাস্তবায়নের আদেশ দেওয়া হয়েছিল, এবং পাঁচটি ছিল ইসলামের আগে থেকেই আমাদের নৈতিক আচরণ বিধির অংশ**, যা আমরা এখনও বজায় রাখেছি যদি না আপনি তাদের যে কোনো একটি বাদ দিতে বলেন।"

নবীজি জিজ্ঞেস করলেনঃ **আমার প্রতিনিধিরা তোমাদেরকে যে পাঁচটিতে ঈমান আনতে আদেশ করেছেন তা কি কি?** আমরা বললাম: "তারা আমাদেরকে **১.আল্লাহ, ২. তাঁর ফেরেশতা, ৩.তাঁর কিতাব, ৪.তাঁর রসূল এবং ৫.মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাস** করার নির্দেশ দিয়েছে।"

নবীজি জিজ্ঞাসা করলেন: "**আমার প্রতিনিধিরা তোমাদেকে যে পাঁচটি আমল (কাজ) বাস্তবায়নের আদেশ করেছেন তা কি কি?**" আমরা বললাম: "তারা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে যে, **৬. আমরা যেন ঘোষণা দেই- আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই; ৭. নামাজ নিয়মিত আদায় করি; ৮. যাকাত দেই; ৯. রমজান মাসে রোজা রাখি এবং ১০. সামর্থ্য থাকলে হজ্জ করি।** "

নবীজি তখন আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন: "**প্রাক-ইসলামী যুগে আপনারা যে পাঁচটি নৈতিক বিধি-বিধান মেনে চলতেন সে গুলো কি কি?**" আমাদের উত্তর ছিল: "**১১. প্রাচুর্য সময়ে কৃতজ্ঞ হওয়া ও ১২. পরীক্ষার সময়ে ধৈর্যশীল হওয়া; ১৩. ভাগ্যের পরিবর্তনকে সহজে মেনে নেওয়া; ১৪. শত্রুর মকাবিলার সময় আমাদের প্রতিশ্রুতি ও সততা বজায় রাখা এবং ১৫. আমাদের শত্রুর পরাজয়ের সময় আনন্দ প্রকাশ না করা।** "

নবী মন্তব্য করলেন: "এই লোকেরা জ্ঞানী এবং বিদ্বান। প্রকৃতপক্ষে, তারা এত জ্ঞানী যে তারা নবীদের শিক্ষার কাছাকাছি অবস্থান করছে।" তারপর **নবী বললেন: "আমি আরও পাঁচটি গুণ যোগ করছি যাতে আপনার মোট ২০টি হয়।** আপনারা যা বর্ণনা করেছেন তা যদি সত্যিই, তবে আপনারা **১৬. যা খেতে পারবেন না তা কখন মজুদ করবেন না; ১৭. বসবাসের জন্য ব্যবহার করবেন না এমন ঘর তৈরি করবেন না; ১৮. আগামীকাল আপনি যা রেখে যাচ্ছেন তার জন্য প্রতিযোগিতা করবেন না; ১৯. আল্লাহকে ভয় করুন, যার কাছে আপনারা ফিরে যাবেন ও আপনাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে এবং ২০. অপেক্ষা করুন সেই পরিস্থিতির (শেষ বিচারের দিনের) যার মুখোমুখি হবেন ও যেখানে চিরকাল থাকবেন তার জন্য** " [ইবনে কাথির, ইবনে কাইয়িম আল-জাওযিয়াহ]

সুত্রঃ "Muhammad: Man and Prophet" - Adil Salahi, pp. 762, 763

Probash-e-Publication / Sundorjibon.net
সার্বিক সম্পাদনায়- মাসুদ আলী

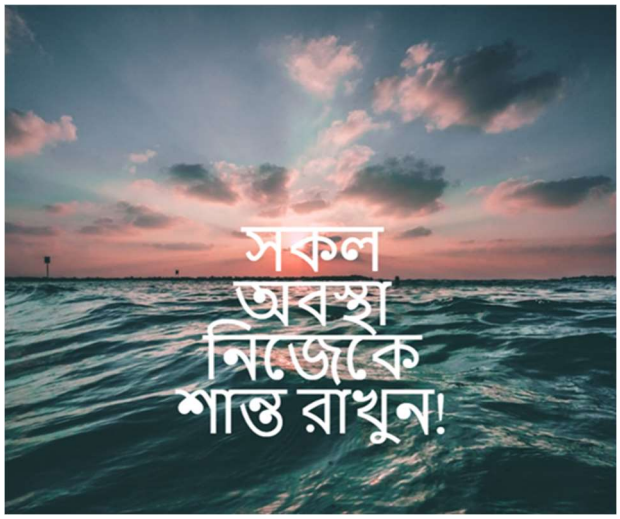

সকল অবস্থায়
নিজেকে শান্ত রাখুন!

একজন মানুষ বাইরে থেকে দেখতে শান্ত এবং ধীরস্থির দেখতে হতে পারে, কিন্তু হয়তো প্রকৃতপক্ষে তার ভিতরে একটি রাগ আগ্নেয়গিরির মত জ্বলছে। আপনি যখন রাগ করেন তখন আপনি যদি শান্ত থাকতে পারেন, তাহলে আপনার প্রকৃত আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আছে।

আমাদের মানসিক অবস্থা সর্বদা ন্যায়সঙ্গত এবং ভারসাম্যপূর্ণ হওয়া উচিত। আমরা খুশি বা বিরক্ত যাই হই না কেন অথবা যা ঘটছে তা পছন্দ করি বা ঘৃণা করি- আমাদেরকে সকল অবস্থায় শান্ত কণ্ঠের স্বরে, সুন্দর শব্দ চয়নে, অঙ্গভঙ্গি ও মুখের অভিব্যক্তিতে নিজেকে প্রকাশ করতে হবে।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমাদের ইবাদত শুধু নামাজ, রোজা এবং হজ্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। জীবন নিজেই ইবাদত। সে অনুযায়ী আমাদের নিজেদেরকে পরিচালনা করতে হবে।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসে বললঃ “হে আল্লাহর রাসূল! একজন মহিলা আছেন যিনি নামায, রোজা এবং দান-খয়রাতের জন্য সুপরিচিত, কিন্তু তিনি তার প্রতিবেশীদেরকে গালি দেন।” নবী (সাঃ) বললেনঃ “সে জাহান্নামে আছে” । [মুসনাদে আহমাদ ও সহীহ ইবনে হিব্বান]

আত্ম-নিয়ন্ত্রণ মানে আমাদের চারপাশে যা ঘটছে তাতে বেপরোয়াভাবে প্রতিক্রিয়া জানানো থেকে বিরত থাকা। এর অর্থ হল আমাদের ব্যক্তিগত অতীত অভিজ্ঞতা এবং অন্যদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা যা শিখি সেই অনুযায়ী যথাযথভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে নিজেদেরকে তৈরি করা।

যে কোন প্ররোচনার সঙ্গে সঙ্গে (কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই) আত্মসংযমের অভ্যাস করুন। এ কারণেই নবী (সা.) বলেছেন: “দুর্যোগের প্রথম দিকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে।” [সহীহ আল-বুখারী ও সহী? মুসলিম]

আমাদের জীবনের প্রতিটি উস্কানি মোকাবেলা করতে হবে- মনে রাখতে হবে এ যেন একটি গোপন ক্যামেরা যা আমাদেরকে সর্বক্ষণ নিরীক্ষণ করছে এবং আমাদের প্রতিটি প্রতিক্রিয়া রেকর্ড করে বিশ্বে সম্প্রচার করার জন্য অপেক্ষা করছে। এই চিন্তা আমাদের নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করবে।

সকল অবস্থায় আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে সংযম এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণ প্রশংসনীয় গুণাবলী ও বেপরোয়াভাবে প্রতিক্রিয়া দেখানো দুর্বল মানসিকতা এবং চরিত্রের দুর্বলতার লক্ষণ।

সুত্রঃ "Keeping Calm is a Skill" - Salman al-Oadah / ভাবনুবাদঃ মাসুদ আলী

Probash-e-Publication / Sundorjibon.net
সার্বিক সম্পাদনায়- মাসুদ আলী

ই-বুলেটিন / রবিবার, এপ্রিল ৭, ২০২৩

আপনি কি পড়তে ভালোবাসেন, কিন্তু জীবনের ব্যস্ততার কারনে আপনার পড়ার সময় নাই।

এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে আমাদের এই ই-মেইল সিরিজ

‘পাঁচ মিনিটের পড়া’।

‘পাঁচ মিনিটের পড়া’ ই-মেইলের উদ্দেশ্যঃ

- **বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইসলামী লেখকের সাথে পরিচয় করানো।**
- **ব্যস্ততাকে সামনে রেখে বিভিন্ন পুস্তক ও প্রবন্ধ থেকে চুম্বক কিছু অংশ সদস্যদের কাছে নিয়মিত পাঠানো যা পড়তে পাঁচ মিনিটের বেশী সময় লাগবে না।**
- **এর মাধ্যমে, ইনশাল্লাহ, আপনি পরিচিত হবেন নতুন লেখক, তাদের বই ও লেখার সুত্রগুলোর সাথে।**

‘পাঁচ মিনিটের পড়া’ এই ইমেইলগুলো আশাকরি সকলের ভাল লাগবে।
আমাদের সাথে থাকুন!
ইমেইলগুলো ভাল লাগলে আপনার পরিচিতদের কাছে পাঠান এবং "পাঁচ মিনিটের পড়া" ই-মেইল গ্রুপে 'সাইন-আপ' করতে উৎসাহিত করুন।

'সাইন-আপ' ফরমের লিংকঃ

https://conta.cc/3L8sV0k

Probash-e-Publication / Sundorjibon.net
সার্বিক সম্পাদনায়- মাসুদ আলী